বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী ভবন
৫, কাওরান বাজার, ঢাকা।

স্মারক নং: ৪৭.৬২.০০০০.৫১৪.০২.২৪৪.২১. ৫৮৫৮

তারিখ: ২৪ জুন ২০২১খ্রি.

বিষয়: নভেল করোনা ভাইরাস (Covid-19) পরিস্থিতিতে পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে গ্রামীণ এলাকায় ঋণ দান কার্যক্রম সম্প্রসারণের নিমিত্ত প্রণোদনাস্বরুপ প্রদত্ত বরাদ্দের অর্থ হতে ঋণ প্রদানের নিমিত্ত বিআরডিবি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে প্রণীত 'কোভিড-১৯ প্রণোদনা: পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল পরিচালন নীতিমালা' প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি পূনরুদ্ধারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগের আওতায় পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে লক্ষ্য করে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর অনুকূলে চলতি ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রণোদনাস্বরুপ প্রদত্ত ৩০০.০০ কোটি টাকার মধ্যে প্রথম ধাপে ১৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে এ বিনিয়োগ কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা, বিআরডিবি-এর চলমান কার্যক্রমের সাথে এর সঙ্গতি রক্ষা এবং এর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের গ্রামীণ অর্থনীতিতে পূনর্বাসনের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী বিআরডিবি কর্তৃক **'কোভিড-১৯ প্রণোদনা: পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল পরিচালন নীতিমালা'** চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে (**কপি সংযুক্ত**)।

এমতাবস্থায়, উক্ত নীতিমালার আওতায় কোভিড-১৯ এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে গ্রামীণ অর্থনীতির সফলভাবে উত্তরণ এবং পল্লী এলাকায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ দান কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিশেষত দরিদ্রতম জনগণকে আয় উৎসারী, দক্ষতা ও সামাজিক উন্নয়ন, স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলা এবং তাদের মধ্যে নারী উদ্যোক্তাসহ সকল ধরণের উদ্যোক্তা উদ্দীপনের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

২৪/৬/২০২১

সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
ফোন: ৮১৮০০০২
E-mail : dgbrdb@gmail.com

১। উপপরিচালক(সকল)
জেলাদপ্তর..................
জেলা...........................।
২। নির্বাহী পরিচালক, পিইপি, ফরিদপুর।

বিতরণ:
১। উপপরিচালক (বাজেট/হিসাব/সম্প্রসারণ/বিশেষ প্রকল্প/ঋণ/সমবায়)।
২। উপপরিচালক (প্রাগ্রামিং), বিআরডিবি, ঢাকা (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিআরডিবি, ঢাকা।(মহাপরিচালক মহোদয়ের
৪। যুগ্মপরিচালক (সিসিএম/মউ), বিআরডিবি, ঢাকা।
৫। পরিচালক (প্রশাসন/সরেজমিন/অর্থ/প্রশিক্ষণ), বিআরডিবি, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কোভিড-১৯ প্রণোদনা:
পল্লী উদ্যোক্তা
ঋণ তহবিল পরিচালন
নীতিমালা

বাস্তবায়নে

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	ভূমিকা	১
২	লক্ষ্য	১
৩	উদ্দেশ্য	১
৪	সুফলভোগী জনগোষ্ঠী ও বিভিন্ন প্রকারের পল্লী উদ্যোক্তা	২
৫	আবেদনপত্র বাছাই প্রক্রিয়া	৩
৬	ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা	৪
৭	উপজেলা পল্লী উদ্যোক্তা নির্বাচন ও ঋণ কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি	৪
৮	আবেদন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি	৪
৯	বিনিয়োগের খাতসমূহ	৫
১০	বিনিয়োগের কতিপয় খাতের উদাহরণ	৫
১১	ঋণের প্রয়োজনীয় জামানতসমূহ	৫
১২	ঋণ তহবিলের উৎস	৫
১৩	ঋণ সীমা	৫
১৪	ঋণের মেয়াদ	৬
১৫	ঋণের সেবা মূল্য	৬
১৬	Revolving Fund গঠন ও পরিচালনা	৬
১৭	সঞ্চয় আদায় ও জমা	৬
১৮	পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ বাস্তবায়ন স্টিয়ারিং কমিটি ও কমিটির কার্যপরিধি	৭
১৯	পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ অনুমোদন ও মনিটরিং কমিটি ও কমিটির কার্যপরিধি	৭
২০	বিজনেস প্ল্যান অনুমোদন ও ঋণ মঞ্জুরি	৮
২১	কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা	৯
২২	ঋণ বিতরণের ডেড লাইন	৯
২৩	উদ্যোক্তার ব্যাংক হিসাবে ঋণের অর্থ স্থানান্তর	৯
২৪	পাশ বহি	৯
২৫	ঋণ নথি সংরক্ষণ	১০
২৬	অর্থ ছাড়করণ ও ব্যাংক হিসাব পরিচালনা	১০
২৭	হিসাব সংরক্ষণ	১০
২৮	ঋণ আদায় প্রক্রিয়া	১১
২৯	মনিটরিং ও রিপোর্টিং	১২
৩০	আদায়কৃত ঋণ সদর দপ্তরে ফেরত প্রদান	১২
৩১	অডিট	১৩
৩২	নীতিমালা সংশোধন	১৩
৩৩	কর্মসূচির সমাপনী পরিকল্পনা (exit plan)	১৩
৩৪	পরিশিষ্ট-১ : পল্লী উদ্যোক্তার প্রোফাইল	১৪
	পরিশিষ্ট-২ : পল্লী উদ্যোক্তার ঋণ আবেদনপত্র	১৮
	পরিশিষ্ট-৩ : দায়বদ্ধকরণ পত্র	২০
	পরিশিষ্ট-৪ : চুক্তিপত্রের নমুনা	২১
	পরিশিষ্ট-৫ : Man Security/Guarantor	২৩
	পরিশিষ্ট-৬ : দলীয় অঙ্গীকারপত্র	২৪
	পরিশিষ্ট-৭ : ডিমান্ড প্রমিসরী নোট (ডিপি নোট)/ঋণ প্রাপ্তি স্বীকার	২৫
	পরিশিষ্ট-৮ : বিজনেস প্ল্যান	২৬
	পরিশিষ্ট-৯ : পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ বরাদ্দ প্রদানের চেকলিস্ট	২৮
	পরিশিষ্ট-১০ : রিপোর্ট প্রেরণের ছক	৩০

কোভিড-১৯ প্রণোদনা: পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল পরিচালন নীতিমালা

১.১ ভূমিকা

নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) পরিস্থিতিতে পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়নে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে মূলধনের চাহিদা পূরণ এবং সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও বিদেশ কিংবা শহর ফেরত কর্মহীন নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য দ্রুত অর্থায়নের লক্ষ্যে সরকার প্রণোদনা প্রদানের ঘোষণা করেছেন। পল্লী এলাকার অর্থনীতি গতিশীল করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প খাত সম্প্রসারণের মাধ্যমে পল্লীর জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পল্লী এলাকায় উদ্যোক্তা উদ্দীপনের মাধ্যমে ঋণ দান কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা আবশ্যক। এতদুদ্দেশ্যে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী উদ্যোক্তাদেরকে গ্রামীণ অর্থনীতিতে পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় উদ্যোগ এবং আয় উৎসারী কর্মকান্ডে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিআরডিবি'র নিজস্ব তত্ত্বাবধানে এবং প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জনবল দ্বারা কোভিড-১৯ প্রণোদনা: পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

১.২ লক্ষ্য

নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) মহামারির অভিঘাতে সরকারের অবিরাম উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত কুটির, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প খাতে চলমান সংকট লাঘবে কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল করা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকৃত মজুরি বজায় রেখে জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন।

১.৩ উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর সেবামূলক কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় রেখে কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ বিনিয়োগের মাধ্যমে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে:

(১) করোনা মহামারির অভিঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী এলাকার ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগসমূহকে প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে অর্থনীতিতে পুনর্বাসিত করে উৎপাদনক্ষম স্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছাতে সহায়তা করা;

(২) বাংলাদেশের শ্রমবাজারে কর্মসংস্থানের ওপর সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করে অভীষ্ট প্রকৃত মজুরি ও বর্ধিত আয় অর্জনে সহায়তা করা;

(৩) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর সুবিধাভোগী সদস্য যারা আয় উৎসারি কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে প্রান্তিক অবস্থান থেকে পল্লী উদ্যোক্তা হওয়ার পথে কিছুটা সফল হয়েছেন এবং নিকট ভবিষ্যতে পল্লী উদ্যোক্তায় পরিণত হওয়ার মত সম্ভাবনাময় অবস্থানে আছেন তাদের কর্মকান্ডকে উৎসাহিত করা;

(৪) গ্রামীণ পর্যায়ে শিল্প বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি, উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে তোলা ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা;

৫) সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য পল্লী বিপণীর মাধ্যমে বাজারজাতকরণে সহায়তা করা;

৬) আয় ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা;

৭) সরকারের উন্নয়ন নীতি ও কৌশলের আলোকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, উৎপাদনশীল ও আয় উৎসারি কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা।

২.০ সুফলভোগী জনগোষ্ঠী

স্থানীয় সম্পদ ও নিজস্ব মূলধন ব্যবহার করে কিংবা বিআরডিবি'র আওতায় ঘূর্ণায়মান ঋণ কর্মসূচির উপকরণ, যেমন—ঋণ, প্রশিক্ষণ, সহযোগিতা, সেবা, সরবরাহ ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে যে সকল সদস্য দক্ষতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধি করে উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন এবং পরিবারের মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে সম্পদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, তাকে কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় পল্লী উদ্যোক্তা হিসেবে এসএমই ও আয় উৎসারি কর্মকান্ডে ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য সুফলভোগী হিসেবে বিবেচনা করা হবে । বিআরডিবি'র চলমান কার্যক্রমের পাশাপাশি সমগ্র বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ৪৯৪টি উপজেলায় কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় এই ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

২.১ বিভিন্ন প্রকারের পল্লী উদ্যোক্তা

কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বিআরডিবি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ৪ (চার) ক্যাটাগরির সুফলভোগীকে পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করা হবে—

ক. বিআরডিবি'র প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় সৃষ্ট প্রি-গ্রাজুয়েট/গ্রাজুয়েট/পল্লী উদ্যোক্তা: বিআরডিবি'র বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় যে সকল সদস্য আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সফল হয়েছেন বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন সামগ্রিকভাবে সে সমস্ত সদস্যকে বোঝাবে। যেমন-

ক.(১): প্রি গ্রাজুয়েট: যে সদস্য তার দক্ষতা এবং সামর্থকে কাজে লাগিয়ে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড সাফল্যের সাথে পরিচালনা করে উল্লেখযোগ্য ভাবে আয় বৃদ্ধি করতে এবং মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে পরিবার প্রতিপালন করার সামর্থ বা সম্পদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তাকে প্রি-গ্রাজুয়েট সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

ক. (২): গ্রাজুয়েট: যে সদস্য তার দক্ষতা এবং সামর্থ বৃদ্ধি করে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড সাফল্যের সাথে পরিচালনা করে নিজে স্বাবলম্বি হয়ে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন এবং অন্যের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তাকে গ্রাজুয়েট সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

খ. স্বাবলম্বী পল্লী উদ্যোক্তা সমবায়ী/সমবায় সমিতি/অনানুষ্ঠানিক দলের সদস্য: (১) বিআরডিবি'র আওতায় গঠিত প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্য যারা আয় উৎসারি কর্মকান্ডের মাধ্যমে নিজেরা সফল হয়েছেন এবং যাদের কর্মকাণ্ডে অধিক ঋণ বিনিয়োগ করলে আরো আয় বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে তাদেরকে বোঝাবে।

(২) বিআরডিবিভূক্ত সমিতি/দলের সদস্য যারা বিভিন্ন আয় উৎসারী কর্মকান্ডের বিপরীতে ঋণ গ্রহণ করে নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করেছেন, তাদের মধ্যে যারা এখনো পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণের সামর্থ বা যোগ্যতা অর্জন করেননি কিন্তু এরূপ সামর্থ বা যোগ্যতা অর্জনের প্রক্রিয়ায় রয়েছেন, তাদের এই নীতিমালার অধীনে আয় উৎসারী কর্মকান্ডের বিপরীতে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত) ঋণ বিতরণ করা যাবে। এক্ষেত্রে বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির নিজস্ব নীতিমালা অনুসরণে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।

গ. পেশাজীবী পল্লী উদ্যোক্তা দল: পেশাজীবী উদ্যোক্তা বলতে যাদের কর্মকান্ড মূলত আত্মকর্মসংস্থানমূলক এবং যারা নিজস্ব আইডিয়া, নতুন প্রযুক্তি, স্থানীয় বাজারজাতকরণ সুবিধা ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে

ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন এবং যারা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদন বৃদ্ধি ও অর্থনীতিতে অবদান রাখতে কিছুটা সফলতা অর্জন করেছেন এবং ঋণ বিনিয়োগের মাধ্যমে যাদের অধিকতর সফলতা অর্জনের সুযোগ রয়েছে তাদেরকে নিয়ে নবগঠিত দল বোঝাবে।

ঘ. পেশাজীবী উদ্যোক্তা: নতুন প্রযুক্তিও বাজারজাতকরণ সুবিধা কাজে লাগিয়ে নিজের উদ্ভাবিত আইডিয়া বা পরিকল্পনা বাস্তব রূপ দেয়ার মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে নিজে দক্ষতা অর্জন করেছেন এবং আরো দক্ষ জনবল সৃষ্টি করে তাদের মাধ্যমে নিজস্ব পরিকল্পনাকে ব্যবসায় রূপ দিতে উদ্যোগী ভূমিকা নেয়া ব্যক্তিকে সামগ্রিকভাবে পেশাজীবী উদ্যোক্তা হিসেবে বিবেচনা করা হবে, যেমন-

ঘ. (১): একক উদ্যোক্তা: ব্যবসায় অর্থের সংকুলান সাপেক্ষে মার্কেট বিশ্লেষণ করে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা নির্ধারণপূর্বক, যিনি অন্যের অধীনে চাকুরীর পরিবর্তে নিজেই ছোটখাট একটি ব্যবসা শুরু করেন, তাকে একক উদ্যোক্তা বলে।

ঘ. (২): পেশাজীবি একক উদ্যোক্তা: পেশা একটি ফার্সি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে জীবিকা বা জীবন ধারণের উপায়। কাজেই জীবন ধারণের জন্য মানুষ যে কাজ করে বা যে উপায় অবলম্বন করে তাকে পেশা বলে। আর নতুন নতুন প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে দক্ষ জনবলের মাধ্যমে নিজের উদ্ভাবিত আইডিয়া বা কোনো পরিকল্পনাকে ব্যবসায়িক বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হওয়া বা উদ্যোগী ভূমিকা নেয়াকে পেশাজীবি একক উদ্যোক্তা বলে। উদ্যোক্তা তাঁর পরিকল্পনাকে ব্যবসায়ে রূপ দেওয়ার জন্য সকল প্রকার ঝুঁকি গ্রহণ এবং মেধা, শ্রম ও অর্থের বিনিয়োগ করে।

উল্লেখ্য, পিইপি এর নিজস্ব কর্মসূচির সাথে কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় প্রদত্ত ঋণ সুবিধা পৃথক প্রণোদনা হিসেবে যুক্ত হবে।

৩.০ আবেদনপত্র বাছাই প্রক্রিয়া

৩.১। আগ্রহী পল্লী উদ্যোক্তা নির্দিষ্ট ফরমে (পরিশিষ্ট-২) ঋণের আবেদনপত্র ও বিজনেস প্ল্যান (পরিশিষ্ট-৮) দাখিল করবেন।

৩.২। ঋণের আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর মাঠসংগঠক/মাঠ সহকারী/গ্রাম সংগঠক/পরিদর্শক তা' সরেজমিনে যাচাই-বাছাই করবেন এবং আবেদনকারী সদস্যের জন্য প্রোফাইল (পরিশিষ্ট-১) প্রস্তুত করে সুস্পষ্ট মতামতসহ সংশ্লিষ্ট সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (এআরডিও)-এর নিকট দাখিল করবেন।

৩.৩। মাঠ সংগঠক/মাঠ সহকারী/গ্রাম সংগঠক/পরিদর্শকের নিকট থেকে পল্লী উদ্যোক্তার ঋণ আবেদনপত্র, বিজনেস প্ল্যান ও প্রোফাইলসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রাপ্তির পর এআরডিও ৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে তা' সরেজমিনে যাচাই-বাছাইপূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (ইউআরডিও)-এর নিকট দাখিল করবেন।

৩.৪। এআরডিও'র মতামত প্রাপ্তির পর ইউআরডিও সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক পল্লী উদ্যোক্তার ঋণের আবেদনপত্রসহ সকল কাগজপত্র নিজে যাচাই করে দেখবেন। আবেদনকারীদের মধ্যে যারা পল্লী উদ্যোক্তা হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হবেন তাদের নামের তালিকা উপজেলা পর্যায়ে একটি আলাদা রেজিস্টার খুলে সংরক্ষণ করবেন। অতঃপর ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে **'উপজেলা পল্লী উদ্যোক্তা নির্বাচন ও ঋণ কমিটি'**তে উপস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

উল্লেখ্য, পিইপি কর্মসূচির ক্ষেত্রে রাজস্ব বাজেটের এআরডিও এর পরিবর্তে এআরডিও (পিইপি) স্থলাভিষিক্ত হবে।

৪.০ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা

ক. এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা এবং ঐ এলাকার ক্ষুদ্র/মাঝারী উদ্যোক্তা হতে হবে/এন্টারপ্রাইজ থাকতে হবে;

খ. বয়সসীমা ১৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে যারা শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম;

গ. অন্য কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানের ঋণ সুবিধাভোগী হবেন না;

ঘ. বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচিসহ অন্য যেকোন প্রকল্প/কর্মসূচি/সমিতি/দলের গ্রাজুয়েট সদস্য;

ঙ. বিআরডিবি হতে ইতোপূর্বে গৃহীত ঋণ (যদি থাকে) ১০০% পরিশোধ থাকতে হবে;

চ. কমপক্ষে ১ (এক) বছর সমিতি/দলের সদস্য হিসেবে আছেন এবং দলীয় শৃঙ্খলা মেনে চলেছেন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সন্তোষজনকভাবে পর্যবেক্ষণকাল অতিক্রম করেছেন);

ছ. পেশাভিত্তিক কাজে প্রশিক্ষিত/দক্ষ/অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং নিজের ও অন্যের কর্মসংস্থান সৃজনে সক্ষম;

জ. বিশেষ যোগ্যতা বিবেচনায় নতুন সদস্য ভর্তির মাধ্যমে এই ঋণ বিতরণ করা যাবে।

৫.০ উপজেলা পল্লী উদ্যোক্তা নির্বাচন ও ঋণ কমিটি

৫.১ কমিটির গঠন

(১)	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	:	সভাপতি
(২)	সংশ্লিষ্ট মাঠ সহকারী/মাঠ সংগঠক/গ্রাম সংগঠক/পরিদর্শক (যিনি কার্যক্রমের সাথে যুক্ত থাকবেন)	:	সদস্য
(৩)	হিসাবরক্ষক (রাজস্ব)		সদস্য
(৪)	কর্মরত সংশ্লিষ্ট এআরডিও/ইউপিও (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে/যদি থাকেন)	:	সদস্য
(৫)	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (সাধারণ)**	:	সদস্য সচিব

**সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (সাধারণ) না থাকলে হিসাবরক্ষক সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন এবং পিইপি কর্মসূচির ক্ষেত্রে সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (সাধারণ) এবং হিসাব রক্ষক (রাজস্ব) এর পরিবর্তে এআরডিও (পিইপি) এবং হিসাবরক্ষক (পিইপি) স্থলাভিষিক্ত হবে।

৫.২ কমিটির কার্যপরিধি

ক. উপজেলা পর্যায়ে পল্লী উদ্যোক্তা নির্বাচন;

খ. বিজনেস প্ল্যান যাচাই-বাছাই; এবং

গ. ঋণ প্রস্তাব পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রণয়ন।

৬.০ আবেদন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদি

(১) যথাযথভাবে পূরণকৃত ঋণ আবেদন ফরম (পরিশিষ্ট-২);

(২) ইউআরডিও কর্তৃক সত্যায়িত জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি (উভয় পৃষ্ঠা);

(৩) সমিতি/দলের সিদ্ধান্তের রেজুলেশনের ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(৪) বিজনেস প্ল্যান (পরিশিষ্ট-৮);

(৫) ইউআরডিও কর্তৃক সত্যায়িত আবেদনকারীর সাম্প্রতিক সময়ের দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি;

(৬) উদ্যোক্তার বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান/কর্মকাণ্ডের রঙিন ছবি;

(৭) অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে ঋণ নেই মর্মে উদ্যোক্তার অঙ্গীকারপত্র;

(৮) কর সনাক্তকরণ সার্টিফিকেটের ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(৯) ডিলিং লাইসেন্সের ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); এবং

(১০) ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

৭.০ বিনিয়োগের খাতসমূহ

৭.১। পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পর্যায়ের কৃষিভিত্তিক অন-ফার্ম ও অফ-ফার্ম কার্যক্রম এবং আয় উৎসারী কর্মকান্ডে সেবাখাতসহ সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য সম্ভাব্য যে কোন খাতকে বিবেচনায় নেয়া যাবে। এক্ষেত্রে **'উপজেলা পল্লী উদ্যোক্তা নির্বাচন ও ঋণ কমিটি'**র বিবেচনাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। কমিটি নিম্নরূপ বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে বিনিয়োগের খাত নির্বাচন করতে পারেন—

ক. স্থানীয়ভাবে উদ্যোক্তাদের চাহিদা;
খ. উদ্যোগের নতুন নতুন আইডিয়া;
গ. অল্প পরিমাণে বিনিয়োগে স্বল্পতম সময়ে অধিক মুনাফা সৃষ্টি করতে সক্ষম এমন উদ্যোগসমূহ;
ঘ. যে সকল উদ্যোগে বেশি সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়;
ঙ. যে সকল উদ্যোগে ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত কম;
চ. যে সকল উদ্যোগের ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ সুবিধা বেশি, ইত্যাদি;
ছ. কম ঝুকিপূর্ণ আয় উৎসারী অন্যান্য খাত।

৭.২ বিনিয়োগের কতিপয় খাতের উদাহরণ

ফুল/ফলমূলের চাষ, মৌমাছি চাষ, ডেইরি ফার্ম, পোল্ট্রি ফার্ম, নার্সারি, মৎস্যচাষ/হ্যাচারি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বেকারি, ধান ভানা/চাতাল, মৃৎশিল্প, শতরঞ্জি শিল্প, তাঁত বা বুনন শিল্প, তৈরী পোশাক শিল্প, কাঠ/স্টিলের আসবাবপত্র বা সরঞ্জাম তৈরি, কাঁসা-পিতল-ব্রোঞ্জ শিল্প, প্লাস্টিক/মেলামাইন শিল্প, লোকাল মটরযান/বোট নির্মাণ শিল্প, মোবাইল ফোন দোকান/বিজনেস, গহনা তৈরি (স্বর্ণ, রুপা, সিটিগোল্ড, মাটি, কাঠ), মোমবাতি তৈরি, মশার কয়েল তৈরি, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মনোহারী দোকান এবং আয় উৎসারী অন্যান্য খাত।

৮.০ ঋণের প্রয়োজনীয় জামানতসমূহ

(১) ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্টাম্পের উপর ঋণ গ্রহীতা সদস্যের চুক্তিনামা (পরিশিষ্ট-৪);
(২) ৫টি রেভিনিউ স্ট্যাম্পসহ কার্টিজ পেপারে উপযুক্ত ব্যক্তি জামিনদার নামা (Man Security/ Gauranter) (পরিশিষ্ট-৫);
(৩) মর্টগেজ কারবার নামা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); এবং
(৪) অন্যান্য প্রয়োজনীয় সিকিউরিটি/পোস্ট ডেটেড ক্রস চেক

৯.০ ঋণ তহবিল, ঋণের সীমা, মেয়াদ, সেবামূল্য ও সঞ্চয় আদায়

৯.১ ঋণ তহবিলের উৎস

কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী উদ্যোক্তাদের সহায়তার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিআরডিবিকে প্রদত্ত প্রণোদনা ঋণের অর্থ দিয়ে এ তহবিল গঠিত হবে।

৯.২ ঋণ সীমা

৯.২.১ একজন উদ্যোক্তা সদস্যের একক ঋণের সীমা হবে সর্বনিম্ন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হতে সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার সক্ষমতা ভেদে সদর দপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে এই ঋণ সীমা সর্বোচ্চ ২৫,০০,০০০/-(পঁচিশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে।

৯.২.২ বিজনেস প্ল্যানের ভিত্তিতে উদ্যোক্তার প্রকৃত চাহিদা, বিনিয়োগের সক্ষমতা, কর্মকান্ডের ধরন, কর্মকান্ডে তার নিজস্ব বিনিয়োগের পরিমাণ ইত্যাদির উপর ঋণের পরিমাণ নির্ভর করবে।

৯.২.৩ সর্বক্ষেত্রে প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের জন্য বিজনেস প্ল্যানে উল্লিখিত সর্বমোট বিনিয়োগের ন্যূনতম ৩০% ঋণ গ্রহীতা নিজে বিনিয়োগ করবেন।

৯.৩ ঋণের মেয়াদ

সকল ক্ষেত্রে ঋণের মেয়াদ হবে দুই বছর (২৪ মাস)। এ সময়ের মধ্যে গ্রেস পিরিয়ড ব্যতিত মাসিক ভিত্তিতে ১৮টি কিস্তি পরিশোধের শর্তে এ ঋণ প্রদান করতে হবে। সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস গ্রেস পিরিয়ড থাকবে অর্থাৎ সর্বোচ্চ ২ বছরের মধ্যে এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

৯.৪ ঋণের সেবামূল্য নির্ধারণ

নির্ধারিত দুই বছর (২৪ মাস) সময়ের জন্য এই ঋণের সেবামূল্য ফ্ল্যাট রেট পদ্ধতিতে বার্ষিক ৪% হারে প্রযোজ্য হবে। তবে ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত দুই বছর (২৪ মাস) সময়কাল অতিক্রান্ত হলে বকেয়া সমুদয় ঋণ (যদি থাকে) খেলাপি হিসেবে গণ্য হবে; এবং এই মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি ঋণের উপর প্রতি বছর ফ্লাট রেটে বার্ষিক ১১% হারে সেবামূল্য ধার্য্য হবে।

৯.৫ Revolving Fund গঠন ও পরিচালনা

সুদে আসলে আদায়কৃত সমুদয় অর্থ **'কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঘূর্ণায়মান তহবিল'** শিরোনামে একটি পৃথক Revolving Fund গঠনপূর্বক জমা রাখতে হবে। এই হিসাব ইউআরডিও এবং এআরডিও/ হিসাবরক্ষকের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। পিইপি এর ক্ষেত্রে ইউআরডিও এবং এআরডিও (পিইপি)/হিসাবরক্ষক (পিইপি) এর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

৯.৬ সঞ্চয় আদায় ও জমা

৯.৬.১। অনুচ্ছেদ ২.১ এর উপ-অনুচ্ছেদসমূহে উল্লিখিত যে কোন ক্যাটাগরির একজন উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে বিতরণকৃত ঋণের উপর কমপক্ষে ৪% নিজস্ব সঞ্চয় জমা থাকতে হবে।

৯.৬.২। ঋণ গ্রহণের পর একজন উদ্যোক্তা তার মাসিক কিস্তি পরিশোধকালে নিয়মিতভাবে ন্যূনতম ৫০০ (পাঁচশত) টাকা সঞ্চয় জমা করবেন।

৯.৬.৩। অনুচ্ছেদ ২.১(ক) ও ২.১(খ) অনুযায়ী বিআরডিবি'র প্রকল্প/কর্মসূচির সমিতি/দলভুক্ত উদ্যোক্তা কর্তৃক জমাকৃত সকল সঞ্চয় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/কর্মসূচির ব্যাংক হিসাবে যথারীতি জমা হবে। তাদের ক্ষেত্রে অর্থবছর শেষে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/কর্মসূচির নীতিমালা অনুযায়ী সঞ্চয়ের লভ্যাংশ প্রদান করা হবে।

৯.৬.৪। অনুচ্ছেদ ২.১(গ) ও ২.১(ঘ) অনুযায়ী নবগঠিত পেশাজীবী দলের সদস্য অথবা একক উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে 'পল্লী উদ্যোক্তা সঞ্চয় তহবিল' শিরোনামে আলাদা একটি লাভজনক ব্যাংক হিসাব খুলে বিতরণকৃত ঋণের উপর সর্বোচ্চ ৪% হারে সঞ্চয়ের টাকা জমা করতে হবে; এবং আলাদা রেজিস্টার খুলে এই দুই ক্যাটাগরির উদ্যোক্তাদের সঞ্চয়ের হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে। লাভজনক বিবেচিত হলে সঞ্চয়ের টাকা স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা রাখা যাবে। এর থেকে প্রাপ্ত মুনাফা হতে ব্যাংক-ব্যয় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মুনাফা প্রতি বছর শেষে তার জমাকৃত সমুদয় সঞ্চয়ের বিপরীতে আনুপাতিক হারে প্রদান করা হবে।

৯.৬.৫। ইউআরডিও এবং এআরডিও'র যৌথ স্বাক্ষরে 'পল্লী উদ্যোক্তা সঞ্চয় তহবিল' ব্যাংক হিসাবটি পরিচালিত হবে। এআরডিও'র অবর্তমানে ইউআরডিও এবং হিসাবরক্ষকের যৌথ স্বাক্ষরে উক্ত ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করতে হবে। পিইপি কর্মসূচির ক্ষেত্রে সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (সাধারণ) এবং হিসাব রক্ষক (রাজস্ব) এর পরিবর্তে এআরডিও (পিইপি) এবং হিসাবরক্ষক (পিইপি) স্থলাভিষিক্ত হবে।

৯.৬.৬। কোন উদ্যোক্তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গৃহীত ঋণের অংশবিশেষ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইউআরডিও ঐ উদ্যোক্তার জমাকৃত সঞ্চয় হতে বকেয়া ঋণ সমন্বয় করতে পারবেন।

১০.১ পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ বাস্তবায়ন স্টিয়ারিং কমিটি

নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) মহামারির অভিঘাতে পল্লী অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত কুটির, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প খাতে চলমান সংকট লাঘবে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ বাস্তবায়ন স্টিয়ারিং কমিটি নিম্নরূপঃ

১।	মহাপরিচালক, বিআরডিবি	:	সভাপতি
২।	পরিচালক (সরেজমিন), বিআরডিবি	:	সদস্য
৩।	পরিচালক (পরিকল্পনা), বিআরডিবি	:	সদস্য
৪।	পরিচালক (অর্থ), বিআরডিবি	:	সদস্য
৫।	যুগ্ম পরিচালক (সিসিএম)	:	সদস্য
৬।	যুগ্ম পরিচালক (মউ)	:	সদস্য
৭।	উপপরিচালক (সম্প্রসারণ)	:	সদস্য
৮।	উপপরিচালক (বিশেষ প্রকল্প)	:	সদস্য
৯।	যুগ্মপরিচালক (সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প)	:	সদস্য সচিব

১০.২ কমিটির কার্যপরিধি

১। পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রমে বাস্তবায়নের সমস্যাদি চিহ্নিতকরণ ও প্রতিকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ

২। ঋণ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ের উপর নীতি নির্ধারণী নির্দেশনা প্রদান

৩। ঋণ কার্যক্রম মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ

৪। ১০,০০,০০১/- (দশ লক্ষ এক) টাকা হতে ২৫,০০,০০০/-(পঁচিশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত পল্লী উদ্যোক্তা ঋণের প্রস্তাব বাছাই, অনুমোদন ও মঞ্জুরি প্রদান

৫। কমিটির সভা প্রতি ৩ মাস অন্তর কমপক্ষে একবার অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।

১১.১ পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ অনুমোদন ও মনিটরিং কমিটি

কোভিড-১৯ আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সুচারুরুপে সম্পাদনের লক্ষ্যে পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ অনুমোদন ও মনিটরিং কমিটি নিম্নরূপঃ

১।	পরিচালক (সরেজমিন), বিআরডিবি	:	সভাপতি
২।	যুগ্মপরিচালক (সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প)	:	সদস্য
৩।	যুগ্ম পরিচালক (সিসিএম)	:	সদস্য
৪।	যুগ্ম পরিচালক (প্রশাসন)	:	সদস্য
৫।	যুগ্ম পরিচালক (মউ)	:	সদস্য
৬।	উপপরিচালক (সম্প্রসারণ)	:	সদস্য
৭।	উপপরিচালক (বিশেষ প্রকল্প)	:	সদস্য সচিব

১১.২ কমিটির কার্যপরিধি

১। ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় উদ্ভুত সমস্যাসমূহ পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ বাস্তবায়ন স্টিয়ারিং কমিটির নিকট উপস্থাপন

২। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও সমস্যাসমূহ পর্যালোচনা

৩। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে ঋণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান

৪। ঋণ কার্যক্রম ও স্কীমসমূহের অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনা

৫। কমিটি প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবেন অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোন সময় সভা অনুষ্ঠান করতে হবে।

১২.০ বিজনেস প্ল্যান অনুমোদন ও ঋণ মঞ্জুরি

১২.১ অনুমোদন ও মঞ্জুরির পর্যায়

যে কোন ক্যাটাগরির আবেদনকারীর ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৬.০ এ উল্লিখিত ঋণের আবেদন এবং বিজনেস প্ল্যানসহ সকল কাগজপত্র **‘উপজেলা পল্লী উদ্যোক্তা নির্বাচন ও ঋণ কমিটি’**র সভায় উপস্থাপন করতে হবে। সভা প্রতিটি বিজনেস প্ল্যান ও ঋণ প্রস্তাব পর্যালোচনা করে উপযুক্ত উদ্যোক্তাকে ঋণ প্রদানের জন্য সুপারিশ করবে। অত:পর সুপারিশপ্রাপ্ত উদ্যোক্তার বিজনেস প্ল্যান ও ঋণের আবেদন নিম্নরূপ পর্যায়ে চূড়ান্ত অনুমোদন ও মঞ্জুরি প্রদান করতে হবে—

ক্রমিক নং	অনুমোদনকারী/ মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ	আবেদনকারীর ক্যাটাগরি	ঋণের পরিমাণ (সিলিং)
১	ইউআরডিও	অনুচ্ছেদ ২.১(ক) ও ২.১(খ) অনুযায়ী বিআরডিবি’র প্রকল্প/কর্মসূচির সদস্যদের বিজনেস প্ল্যান ও ঋণ	৫০,০০০/- হতে ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত
২	জেলার উপপরিচালক	ঐ	১,০০,০০১/- হতে ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত
৩	জেলার উপপরিচালক	অনুচ্ছেদ ২.১(গ) ও ২.১(ঘ) অনুযায়ী নবগঠিত পেশাজীবী দলের সদস্য এবং একক উদ্যোক্তার বিজনেস প্ল্যান ও ঋণ	৫০,০০০/-হতে ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত
৪	পরিচালক (সরেজমিন)	যে কোন ক্যাটাগরির উদ্যোক্তা সদস্যের বিজনেস প্ল্যান ও ঋণ	৫,০০,০০১/- হতে ১০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত
৫	পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ বাস্তবায়ন স্টিয়ারিং কমিটি	যে কোন ক্যাটাগরির উদ্যোক্তা সদস্যের বিজনেস প্ল্যান ও ঋণ	১০,০০,০০১/- হতে ২৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত

১২.২। অনুচ্ছেদ ২.১ (ক) ও ২.১ (খ) অনুযায়ী কেবলমাত্র বিআরডিবি’র প্রকল্প/কর্মসূচির সমিতি/দলভূক্ত একজন উদ্যোক্তা সদস্যের বিজনেস প্ল্যান এবং তার জন্য সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত ঋণ ইউআরডিও নিজে অনুমোদনপূর্বক মঞ্জুরিপত্র জারি করবেন। অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে একজন উদ্যোক্তার ঋণের আবেদন ও বিজনেস প্ল্যানসহ অনুচ্ছেদ ৬.০ মোতাবেক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং **‘উপজেলা পল্লী উদ্যোক্তা নির্বাচন ও ঋণ কমিটি’**র সভার রেজুলিউশন একত্র করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জেলার উপপরিচালক বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সদর দপ্তরের সরেজমিন বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। জেলার উপপরিচালক বা ক্ষেত্রমত পরিচালক (সরেজমিন) কাগজপত্র যাচাই-বাছাই, পর্যালোচনা বা প্রয়োজন হলে সরেজমিনে যাচাইপূর্বক বিজনেস প্ল্যান ও ঋণ অনুমোদন করবেন এবং মঞ্জুরিপত্র জারি করবেন।

১২.৩। মঞ্জুরিপত্র না পাওয়া পর্যন্ত ইউআরডিও কোনক্রমেই ঋণ বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবেন না।

১৩.০ ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া

১৩.১ কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা

ঋণ মঞ্জুরিপত্র পাওয়ার পর, ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করার প্রাক্কালে ইউআরডিও'র দপ্তরে প্রত্যেক উদ্যোক্তা সদস্যের জন্য পৃথক ঋণ নথি খুলতে হবে। নথিতে অনুচ্ছেদ ৬.০ অনুযায়ী তার আবেদনপত্র, বিজনেস প্ল্যান, সদস্য প্রোফাইল, **'উপজেলা পল্লী উদ্যোক্তা নির্বাচন ও ঋণ কমিটি'**র সভার রেজুলিউশন ইত্যাদিসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, এবং অনুচ্ছেদ ১২.০ এর উপ-অনুচ্ছেদসমূহ অনুযায়ী ইউআরডিও/উপপরিচালক/সদরদপ্তর কর্তৃক (যেটি প্রযোজ্য) ঐ ঋণের মঞ্জুরি পত্রের কপি এবং অনুচ্ছেদ ৮.০ অনুযায়ী 'পোস্ট ডেটেট ক্রস চেক'সহ জামানত সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/ডকুমেন্ট যথাযথভাবে রয়েছে কিনা এবং সদস্যের ১০০% ঋণ পরিশোধ ও প্রয়োজনীয় সঞ্চয় জমা আছে কিনা—তা' দাপ্তরিক রেকর্ডপত্র অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক হিসাবরক্ষক সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তার ব্যাংক হিসাবে ঋণ ছাড়করণের প্রস্তাব নোটের মাধ্যমে ইউআরডি'র নিকট উপস্থাপন করবেন। এক্ষেত্রে পরিশিষ্ট-৯ অনুযায়ী চেকলিস্ট পূরণপূর্বক চেকলিস্ট নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে। ইউআরডিও'র অনুমোদনের পর নীতিমালা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তার ব্যাংক হিসাবের অনুকূলে ঋণের অর্থ ছাড় করতে হবে।

১৩.২। ঋণ বিতরণের ডেডলাইন

অনুচ্ছেদ ১০.০ এর উপ-অনুচ্ছেদসমূহ অনুযায়ী ইউআরডিও/উপপরিচালক/সদর দপ্তর কর্তৃক (যেটি প্রযোজ্য) ঋণের মঞ্জুরিপত্র প্রাপ্তির পর সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে উদ্যোক্তা সদস্যের ব্যাংক একাউন্টে ঋণের অর্থ স্থানান্তর করতে হবে।

১৩.৩ উদ্যোক্তার ব্যাংক হিসাবে ঋণের অর্থ স্থানান্তর

উদ্যোক্তা সদস্যের ব্যক্তিগত ব্যাংক একাউন্টে কেবলমাত্র এডভাইসের মাধ্যমে ঋণের অর্থ স্থানান্তর করতে হবে। এডভাইসের অফিস কপির উপর ব্যাংক কর্মকর্তার সিল-স্বাক্ষরসহ প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করতে হবে এবং তার একটি অনুলিপি ঋণ নথিতে রাখতে হবে। এজন্য অনুচ্ছেদ ১২.২ অনুযায়ী উপজেলার যে ব্যাংক শাখায় বিআরডিবি'র 'কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ তহবিল' শিরোনামে ব্যাংক হিসাবটি থাকবে, একই শাখায় ঋণ গ্রহীতার ব্যক্তিগত সঞ্চয়ী হিসাব থাকতে হবে। ঋণের অর্থ স্থানান্তরের পর একইদিনে বিআরডিবি'র দাপ্তরিক হিসাবের ব্যাংক-স্টেটমেন্ট সংগ্রহপূর্বক তার কপি ঋণ নথিতে সংযুক্ত করতে হবে। কোনক্রমেই ঋণ গ্রহীতা সদস্যকে 'ক্যাশ' বা 'চেক' মারফত ঋণ বিতরণ করা যাবে না।

নোট: উদ্যোক্তা সদস্যের যে ব্যক্তিগত একাউন্টে ঋণের অর্থ স্থানান্তর করা হবে, অনুচ্ছেদ ৮.০ অনুযায়ী তার ঐ একই একাউন্টের চেকবহি হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক 'পোস্ট ডেটেড ক্রস চেক' গ্রহণ করতে হবে। সদস্যের অন্য কোন ব্যাংক একাউন্টের চেকবহির পাতা এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৩.৪ পাশবহি

অনুচ্ছেদ ২.১(ক) ও ২.১(খ) এর আওতাভুক্ত বিআরডিবি'র সমিতি/দলভুক্ত সদস্যের ক্ষেত্রে তার নিজস্ব পাশ বহিটিই উদ্যোক্তা ঋণের জন্য ব্যবহৃত হবে; তবে অফিসে ব্যবহারের জন্য তার নামে আরেকটি পাশবহি ইস্যু করতে হবে, যেটি হিসাবরক্ষক কর্তৃক হালনাগাদ করতে হবে এবং অফিসে হিসাবরক্ষকের নিকট সংরক্ষিত থাকবে। অন্যান্য উদ্যোক্তা সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের জন্য ০২ (দুই) কপি পাশবহি ইস্যু করতে হবে, যার এক কপি উদ্যোক্তা সদস্যের নিকট এবং অপর কপি অফিসে হিসাবরক্ষকের নিকট

সংরক্ষিত থাকবে। হিসাবরক্ষক কর্তৃক তা' হালনাগাদ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মী/আদায়কারী ঋণ গ্রহীতা সদস্যের নিজস্ব বা ব্যক্তিগত পাশবহিতে যথারীতি ঋণ ও সঞ্চয় আদায়ের তথ্য এন্ট্রি করবেন।

১৪.০ ঋণ নথি সংরক্ষণ

ঋণ বিতরণ যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর, ব্যাংক এডভাইসের অফিস কপি এবং ব্যাংক স্টেটমেন্ট নথিভুক্ত করে ঐদিনই ঋণ নথি নিষ্পত্তিপূর্বক এআরডিও (সাধারণ)-এর হেফাজতে (পদ শূন্য থাকলে ইউআরডিও'র নিকট) যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। নথিভুক্ত সকল কাগজ পত্র ক্রমাগত পৃষ্ঠা নম্বর (সিপি নং) দ্বারা সিরিয়ালভুক্ত করা এবং সংরক্ষিত কাগজপত্র ও পোস্ট ডেটেড ক্রস চেকের একটি তালিকা নথির ইনার-কাভারে স্ট্যাপলার করা এবং তা' নোট শীটের শেষ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রাখা উত্তম ও নিরাপদ হবে। উল্লেখ্য পোস্ট ডেটেড চেকসমূহ হিসাবরক্ষকের হেফাজতে সংরক্ষিত থাকবে।

১৪.১। নথিভুক্ত কাগজপত্রে কোন ধরনের ঘাটতি বা অসঙ্গতি কিংবা তথ্য প্রমাণে কোন ধরনের বিচ্যুতি ধরা পড়লে তার দায়-দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে ইউআরডিওসহ ঋণ বিতরণের সাথে সংশ্লিষ্টদের উপর বর্তাবে।

১৫.০ অর্থ ছাড়করণ ও ব্যাংক হিসাব পরিচালনা

১৫.১। কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ তহবিল প্রাপ্তির পর তা' বিআরডিবি সদর দপ্তর হতে অনলাইন ব্যাংক মাধ্যমে জেলাভিত্তিক অর্থ ছাড় করা হবে। তবে পিইপি কর্মসূচির ক্ষেত্রে নির্বাহী পরিচালক বরাবর অর্থ ছাড় করা হবে। কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ তহবিল হতে পিইপিকে প্রদানকৃত অর্থ চাহিবামাত্র বিআরডিবি'কে ফেরত প্রদান করতে হবে।

১৫.২। ঋণ তহবিল গ্রহণ ও তা' সংরক্ষণের জন্য উপজেলায় সুবিধাজনক যেকোন তফশিলী ব্যাংকে **'কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ তহবিল'** শিরোনামে একটি লাভজনক ব্যাংক হিসাব খুলতে হবে। উপজেলায় ইউআরডিও এবং এআরডিও'র যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে। এআরডিও'র অবর্তমানে ইউআরডিও এবং হিসাবরক্ষকের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করতে হবে। পিইপি এর ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (সাধারণ) এবং হিসাব রক্ষক (রাজস্ব) এর পরিবর্তে এআরডিও (পিইপি) এবং হিসাবরক্ষক (পিইপি) স্থলাভিষিক্ত হবে।

১৫.৩। জেলা পর্যায়ে অগ্রণী ব্যাংক লি: এর শাখায় **'কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ তহবিল'** শিরোনামে একটি লাভজনক ব্যাংক হিসাব খুলতে হবে যা উপপরিচালক ও উপ প্রকল্প পরিচালক (ডিপিডি) এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে। ডিপিডি পদ শূন্য থাকলে উপপরিচালক ও জেলা দপ্তরের হিসাবরক্ষক যৌথভাবে হিসাব পরিচালনা করবেন।

১৫.৪। পিইপি কর্মসূচির সদর দপ্তরে অগ্রণী ব্যাংক লি: এর শাখায় **'কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ তহবিল'** শিরোনামে একটি লাভজনক ব্যাংক হিসাব খুলতে হবে।

১৬.০ হিসাব সংরক্ষণ

১৬.১। উপজেলা পর্যায়ে হিসাবরক্ষণের জন্য নিম্নবর্ণিতবহি ও ডকুমেন্ট ব্যবহার করতে হবে—

(১) জমা-খরচবহি;
(২) সাধারণ খতিয়ান;
(৩) সহায়ক খতিয়ান;

(৪) ঋণ খতিয়ান;

(৫) সঞ্চয় খতিয়ান;

(৬) অর্থ প্রাপ্তি রেজিস্টার;

(৭) মাসিক আদায় শীট;

(৮) সদস্য পাশবহি;

(৯) **ব্যাংক সংক্রান্ত নথি/**অর্থ স্থানান্তর নথি/**চেক ইস্যু রেজিস্টার (প্রয়োজন হলে),** ইত্যাদি।

১৬.২। **বার্ষিক প্রতিবেদন:** উপজেলা দপ্তর প্রত্যেক অর্থবছর শেষ হওয়ার পরপরই হিসাবের বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করবে এবং পরবর্তী জুলাই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে তা' সদর দপ্তরের সরেজমিন বিভাগে প্রেরণ করবে।

১৬.৩। অনুচ্ছেদ ১১.২ অনুযায়ী প্রত্যেক ঋণ গ্রহীতা সদস্যের নিজ নামে উপজেলায় স্বতন্ত্র ব্যাংক একাউন্ট থাকতে হবে। মাসিক কিস্তি পরিশোধের ক্ষেত্রে উক্ত একাউন্টের বিপরীতে অফিসে সংরক্ষিত পোস্ট ডেটেড চেকের সমপরিমাণ অর্থ জমা থাকার বিষয়টি উদ্যোক্তা অবশ্যই নিশ্চিত করবেন।

১৬.০ ঋণ আদায় প্রক্রিয়া

১৬.১। অনুচ্ছেদ ৯.৩ অনুযায়ী উদ্যোক্তা ঋণ পরিশোধের মেয়াদ হবে দুই বছর (২৪ মাস)। গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ সুদের হার হবে বার্ষিক ৪%। তবে ঋণ গ্রহণের পর গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস হবে গ্রেস পিরিয়ড। গ্রেস পিরিয়ড অতিবাহিত হওয়ার পর ২৪তম মাস পর্যন্ত সেবামূল্যসহ মোট ১৮টি সমান মাসিক কিস্তিতে ঋণ আদায় করতে হবে।

১৬.২। অনুচ্ছেদ ৯.৪ অনুযায়ী এ নির্ধারিত মেয়াদের জন্য ঋণের সেবামূল্য ফ্ল্যাট রেট পদ্ধতিতে বার্ষিক ৪% হারে প্রযোজ্য হবে। তবে ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত দুই বছর (২৪ মাস) সময়কাল অতিক্রান্ত হলে বকেয়া সমুদয় ঋণ (যদি থাকে) খেলাপি হিসাবে গণ্য হবে; এবং এই বকেয়া খেলাপি ঋণের উপর প্রতি বছর ফ্ল্যাট রেটে ১১% হারে সেবামূল্য ধার্য হবে।

ব্যাখ্যা:

জনাব "ক" পল্লী উদ্যোক্তা হিসেবে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। নির্ধারিত দুই বছরে পরিশোধযোগ্য ১৮টি কিস্তির মধ্যে তিনি ১২টি কিস্তি পরিশোধ করেছেন, এবং ৬টি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। এ অবস্থায় তার অবশিষ্ট বা বকেয়া বা খেলাপি (যে নামেই অভিহিত করা হোক) ৬টি কিস্তির ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৯.৪ অনুযায়ী প্রণোদনা প্যাকেজের সুবিধা বাতিল হবে এবং উক্ত ৬টি খেলাপী কিস্তির আসলের উপর ফ্ল্যাট রেটে ১১% হারে সেবামূল্য আরোপ হবে।

উদাহরণ স্বরূপ—জনাব "ক" গৃহীত ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ঋণের ক্ষেত্রে এক বছরের জন্য ফ্ল্যাট রেটে ৪% হারে সেবামূল্য ধার্য হবে ৪,০০০/- টাকা। সুতরাং তার নিকট হতে নির্ধারিত সময়ে (দুই বছর মেয়াদান্তে) মোট আদায়যোগ্য হবে (আসল ১,০০,০০০+সেবামূল্য ৮,০০০)=১,০৮,০০০/- টাকা। ঋণ বিতরণের ছয় মাস পর হতে ১৮টি সমান কিস্তিতে এই ১,০৮,০০০/- টাকা আদায়যোগ্য হলে প্রতি কিস্তিতে গড় আদায়যোগ্য হবে সেবামূল্যসহ (১,০৮,০০০÷১৮)=৬০০০/- টাকা। অর্থাৎ প্রতি কিস্তিতে আদায়যোগ্য আসল হবে [(৬০০০÷১০৮)×১০০]=৫,৫৫৬/- টাকা এবং সেবামূল্য হবে [(৬০০০÷১০৮)×৮]=৪৪৪ টাকা। এখন, জনাব "ক" ১২টি কিস্তিতে (৬,০০০ টাকা×১২ কিস্তি)=৭২,০০০/- টাকা পরিশোধের পর বাকি ৬টি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। অর্থাৎ নির্ধারিত

মেয়াদ শেষে তার খেলাপি/অবশিষ্ট/বকেয়া আসল [১,০০,০০০-(৫৫৫৬×১২)]=৩৩,৩২৮/- টাকা; যার উপর ১১% হারে ৩,৬৬৬/- টাকা সেবামূল্য পুনঃনির্ধারণ করে মোট (আসল ৩৩,৩২৮+সেবামূল্য ৩,৬৬৬)=৩৬,৯৯৪/- টাকা পরবর্তী এক বছরের মধ্যে আদায় করতে হবে। খেলাপীর মেয়াদকাল আরো অধিক হলে একই পদ্ধতিতে ঋণের সেবামূল্যের হিসাব নিরূপণ করতে হবে।

১৬.৩। কিস্তি পরিশোধের জন্য একজন ঋণ গ্রহীতা সদস্যকে নিয়মিত মোটিভেশনের মধ্যে রাখতে হবে, এবং কোন বিশেষ কারণে তিনি একটি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে অফিসে সংরক্ষিত তার পোস্ট ডেটেড চেক দ্বারা ঐ কিস্তিটি আদায় করতে হবে। পোস্ট ডেটেড চেকের মাধ্যমে কিস্তি আদায় হলে ব্যাংক স্টেটমেন্টের ভিত্তিতে হিসাবরক্ষক ও মাঠকর্মী যথানিয়মে ঋণ গ্রহীতার পাশবহি ও দাপ্তরিক রেকর্ডপত্র হালনাগাদ করবেন।

১৬.৪। সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মী প্রতিমাসের নির্ধারিত তারিখে একজন ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে কিস্তি আদায়ের পর ঐ সদস্যের পাশ বহিতে লিপিবদ্ধপূর্বক স্বাক্ষর করবেন, এবং মাসিক আদায়শীটে তা' লিপিবদ্ধপূর্বক নির্ধারিত স্থানে ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন। অতপর আদায়কৃত টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমাপূর্বক (তিন পার্ট বিশিষ্ট রশিদের মাধ্যমে) জমার রশিদ ও মাসিক আদায় শীট উপজেলা দপ্তরে হিসাবরক্ষকের নিকট জমা করবেন। হিসাবরক্ষক তদানুযায়ী সংশ্লিষ্ট লেজার ও ডকুমেন্টে লিপিবদ্ধ করবেন এবং ইউআরডিও'র নিকট স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করবেন।

১৭.০ মনিটরিং ও রিপোর্টিং

১৭.১। ইউআরডিও ঋণ গ্রহীতাদের কার্যক্রম নিয়মিত পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করবেন। প্রতি মাসের ৩ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট-১০) রিপোর্টিং মাসের প্রতিবেদন জেলার উপপরিচালকের দপ্তরে দাখিল করবেন। উপপরিচালক তার অধীনস্ত উপজেলাসমূহের প্রতিবেদন একীভূত করে প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সদর দপ্তরের সরেজমিন বিভাগে প্রেরণ করবেন।

১৭.২। জেলা দপ্তরে অনুষ্ঠিত মাসিক সভায় উপপরিচালক উপজেলাওয়ারি এ ঋণ কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। তিনি উপজেলাসমূহ পরিদর্শনকালে পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম পর্যালোচনা করবেন এবং কোন ত্রুটি চিহ্নিত হলে প্রতিবেদন আকারে সরেজমিন বিভাগকে অবহিত করবেন।

১৭.৩। সরেজমিন বিভাগ কোভিড-১৯ প্রণোদনা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করবে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করবে।

১৮.০ আদায়কৃত ঋণ সদর দপ্তরে ফেরত প্রদান

১৮.১। এই প্রণোদনা তহবিলের ঋণ পুনঃবিনিয়োগ করা যাবে না। সেবামূল্যসহ আদায়কৃত কিস্তির সমুদয় অর্থ নিয়মিতভাবে উপজেলায় 'কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ তহবিল' শিরোনামের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা হবে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর এ হিসাব থেকে সমুদয় অর্থ অনলাইন ব্যাংক মাধ্যমে সদর দপ্তরের নির্ধারিত হিসাবে ফেরত প্রেরণ করতে হবে।

১৮.২। কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ পুনঃবিনিয়োগের বিষয়ে বিআরডিবি'র মহাপরিচালক কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে প্রকাশ করা হবে।

১৯.০ অডিট

বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নিজ নিজ দায়িত্বের পাশাপাশি কোভিড-১৯ প্রণোদনা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম অডিট ও অন্যান্য যাবতীয় অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন। ঋণ কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতি অর্থবছর শেষে কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ তহবিলের অডিট সম্পাদন করতে হবে। বিআরডিবি'র অডিট শাখা এবং ক্ষেত্রমত অর্থ মন্ত্রণালয় বা সরকারের অডিট বিভাগ বার্ষিক নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করবে। তাছাড়া প্রত্যেক অর্থ বছর শেষে জেলার উপপরিচালক প্রয়োজনীয় সংখ্যক অডিট অফিসার নিয়োগ করে জেলাধীন উপজেলা দপ্তরসমূহের আভ্যন্তরীণ অডিট সম্পন্ন করবেন এবং অক্টোবর মাসের মধ্যে অডিট প্রতিবেদন সদর দপ্তরের সরেজমিন বিভাগে প্রেরণ করবেন। আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য (যদি থাকে) ব্রডশীট আকারে আপত্তির জবাব প্রেরণ করবেন।

২০.০ নীতিমালা সংশোধন

সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা বা পরিস্থিতি বিবেচনায় মহাপরিচালক, বিআরডিবি সময়ে সময়ে এই নীতিমালার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করতে পারবেন।

২১.০ পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রমের সমাপনী পরিকল্পনা (exit plan)

করোনা মহামারি মোকাবেলায় অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের নিমিত্ত কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে গ্রাহক পর্যায়ে বিআরডিবি এর অনুকুলে সরকার কর্তৃক কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ তহবিল বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বরাদ্দ প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে বিআরডিবি কর্তৃক গৃহীত পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির নির্দিষ্ট মেয়াদ (০২ বছর) শেষে সকল সম্পদ ও দায়সহ বিআরডিবি'র অন্তর্ভূক্ত করা হবে। বিআরডিবি'র সাথে অন্তর্ভূক্তির পর **'এসএমই ঋণ কর্মসূচি'** হিসেবে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।

আক্কাছ আলী
উপপরিচালক (বিশেষ প্রকল্প)
বিআরডিবি, ঢাকা

মোহাম্মদ তৌহিদুল হক
উপপরিচালক (সম্প্রসারণ)
বিআরডিবি, ঢাকা

মো: আব্দুল কাদের
যুগ্মপরিচালক (সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প)
বিআরডিবি, ঢাকা

মো: সাঈদ কুতুব (যুগ্ম সচিব)
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
বিআরডিবি, ঢাকা

আবদুর রশিদ (যুগ্ম সচিব)
পরিচালক (সরেজমিন)
বিআরডিবি, ঢাকা

এস. এম মাসুদুর রহমান (যুগ্ম সচিব)
পরিচালক (পরিকল্পনা)
বিআরডিবি, ঢাকা

সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
বিআরডিবি, ঢাকা

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

পল্লী উদ্যোক্তার প্রোফাইল

আবেদনকারীর এক কপি ছবি আঠা দিয়ে লাগিয়ে ইউআরডিও কর্তৃক সত্যায়িত করতে হবে

১। ক) উদ্যোক্তার নাম :

খ) পিতার নাম :

গ) মাতার নাম: :

ঘ) স্বামী/স্ত্রীর নাম :

২। ক) গ্রাম : : খ) ইউনিয়ন:

গ) উপজেলা : ঘ) জেলা :

৩। বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প/ কর্মসূচির সদস্য হওয়ার তারিখ :

৪। পরিবারের ধরণ : একক/যৌথ :

৫। পরিবারের সদস্য/সদস্যাদের বিবরণ :

ক্র. নং	উত্তর দাতার নাম	উত্তর দাতার সংগে সম্পর্ক	বয়স	বৈবাহিক অবস্থা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বর্তমান প্রধান পেশা	বাৎসরিক আয় (টাকা)	বিশেষ দক্ষতা/ অভিজ্ঞতার ধরণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

৬। **পরিবারের মোট মাসিক গড় আয়ের হিসাব** :

ক) পেশা/কাজের বিবরণ
খ) বছরের কত মাস উপার্জন করে
গ) মাসিক গড় আয় (টাকা)

৭। **পরিবারের গড় মাসিক ব্যয়/খরচ এর হিসাব (টাকা)** :

ক) খাদ্য বাবদ......................................টাকা : খ) বস্ত্র বাবদ.......................টাকা
গ) শিক্ষা খরচ ....টাকা : ঘ) অন্যান্য ব্যয়
ঙ) সর্বমোট মাসিক ব্যয়..........................টাকা

৮। ক) আয় অপেক্ষা প্রকৃত ব্যয় বেশী হলে অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান কিভাবে করা হয়।

৯। বর্তমানে কোন ধার দেনা বা ঋণ আছে কিনা, হ্যাঁ/না হলে
ক) ধার নেয়ার উদ্দেশ্য: খ) সুদের হার:

গ) টাকার পরিমাণ: ঘ) কোথা হতে (উৎস):

১০। অন্য কোন সংস্থা/এনজিও'র সদস্য হলে তার নাম :

১১। কর্মসংস্থান/আয়ের প্রয়োজনে এলাকার বাহিরে অবস্থান করেন কিনা? হাঁ/না
হ্যাঁ হলে:
ক) বৎসরে কত মাস : খ) বাহিরে কোথায় অবস্থান করেন?
গ) কি কাজ করেন : ঘ) মাসিক/দৈনিক গড় আয় কত?

১২ পরিবারের অন্য কোন সদস্য এলাকার বাহিরে অবস্থান করেন কিনা? হলে কত জন এবং মসিক আয় কত?

১৩। পরিবারের নিজস্ব জমি সংক্রান্ত তথ্য :

জমির পরিমাণ (শতাংশ)					
বসত বাড়ি	আবাদি কৃষি	অনাবাদী	অন্যান্য	বন্ধক দেয়া থাকলে	মোট জমি

খ) পরিবারের চাষাবাধীন অন্যের জমি:

বন্ধক নেয়া		বর্গা নেয়া	
পরিমাণ (শতাংশ)	বন্ধকের শর্ত	পরিমাণ (শতাংশ)	বর্গার শর্ত

১৪। বসত বাড়ির বিবরণ:

	ঘরের ধরণ:	সংখ্যা:	মন্তব্য
	ক) টিন		
	খ) সেমিপাকা		
	গ) পাকা		

১৫। পরিবারের পশু পাখির হিসাব:

বিবরণ	গরু	ছাগল	ভেড়া	মহিষ	হাঁস	মুরগী	অন্যান্য	মোট মূল্য
সংখ্যা								
মূল্য (টাকা)								

১৬। পরিবারের অন্যান্য সম্পদের বিবরণ :

বিবরণ	টেলিভিশন	সাইকেল/মোটর সাইকেল	সেলাই মেশিন	রিক্সা	ভ্যান/ ঠেলা গাড়ী	গরুর গাড়ী	অন্যান্য	মোট মূল্য
সংখ্যা								
বর্তমান মূল্য								

১৭। জন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য :

ক) পানীয় জলের উৎস : টিউবওয়েল (নিজস্ব/অন্যের)

খ) পায়খানার ধরণ : কাঁচা/সেমিপাকা/পাকা।

১৮। পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকলে : গ্রহণ করেছেন/করেননি/প্রয়োজ্য নয় (স্থায়ী/অস্থায়ী)

১৯। পরিবারে অন্য কোন সদস্য/ সদস্যা বিআরডিবিভূক্ত সমিতি/দলের সদস্য কি না? (উত্তর হ্যাঁ হলে) : হ্যাঁ /না

ব্যক্তিবর্গ/ব্যক্তিবর্গের নাম	বয়স	দলের নাম	উত্তরদাতার সাথে সম্পর্ক

২০। বিআরডিবি থেকে আপনি কি ধরণের সহযোগিতা পেয়েছেন :

ক) দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ:

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	কত দিনের

খ) ঋণ সহায়তা:

ক্রমিক নং	কর্মকান্ডে নাম (আইজিএ)	টাকার পরিমাণ	সম্পূর্ণ পরিশোধের শেষ তারিখ
১।			
২।			
৩।			

২১। উত্তরদাতা তার বর্তমান পেশা/ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে আগ্রহী কিনা হ্যাঁ/না ?
হ্যাঁ হলে কিভাবে অতিরিক্ত পুঁজির সংস্থান করবেন?

২২। বর্তমান পেশায়/ব্যবসায় সর্বমোট পুঁজি
ক) (১) স্থায়ী সম্পদে মোট (২) মালামালের উপর সর্বমোট
খ) মালামালের উপর বিনিয়োগকৃত টাকার মধ্যে কত টাকা মহাজনের পাওনা?
গ) উত্তরদাতা বিভিন্ন ক্রেতার নিকট কত টাকা পাবেন (বকেয়া)?
ঘ) গৃহীত উদ্যোগের ধরণ

২৩। ব্যবসায়/আইজিএ-এর অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা কী?

তথ্য সংগ্রহকারীর মন্তব্য:

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম :
স্থায়ী ঠিকানা:
পদবী :
মোবাইল নং :

উত্তরদাতার স্বাক্ষর ও তারিখ

২৪। সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার মন্তব্য:

স্বাক্ষরঃ ------------------------নামঃ - ------------------------ মোবাইল ফোন নং------------

২৫। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার মতামত:
উপজেলা পল্লী উদ্যোক্তা নির্বাচন ও ঋণ কমিটির---------তারিখে অনুষ্ঠিত------নং সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বর্ণিত সদস্যকে পল্লী উদ্যোক্তা হিসেবে কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচির তালিকাভূক্ত করা হলো।

স্বাক্ষরঃ ------------------------

নামঃ - ------------------------

মোবাইল ফোন নং---------------

(পরিশিষ্ট-২)

পরিচিতি কোড নং-		

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

কোভিড-১৯ প্রণোদনা: পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল

উপজেলা অফিস কর্তৃক পূরণ যোগ্য:
ঋণ আবেদন পত্র নং......
আবেদনপত্র প্রাপ্তির তারিখ.................

পল্লী উদ্যোক্তার ঋণ আবেদন পত্র

ছবি

উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা
বিআরডিবি
উপজেলা.........................জেলা ....

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (বিআরডিবি) মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রমের নিয়মাবলী সম্পর্কে অবগত হয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করছি এবং ঋণ মঞ্জুরের জন্য আবেদন করছি।

১। উদ্যোক্তার নাম : ....
২। (ক)জাতীয় পরিচয় পত্র (এনআইডি) নম্বর : ....
(খ)এনআইডি অনুযায়ী জন্ম তারিখ : ....
৩। মোবাইল/ফোন নম্বর : ....
৪। ক) পিতার নাম : ....
খ) মাতার নাম : ....
গ) স্বামী/স্ত্রীর নাম : ....
৫। সমিতি/দলের নাম : ....
৬। ক) স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম/মহল্লা.............................. ইউনিয়ন/ওয়ার্ড.........................
ডাকঘর.........................উপজেলা/পৌরসভা.............................জেলা.
খ) বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম/মহল্লা.............................. ইউনিয়ন/ওয়ার্ড.........................
ডাকঘর.........................উপজেলা/পৌরসভা.............................জেলা
৭। সম্পত্তি ও দায় দেনা :
ক) সমিতি/দলে সদস্যের সঞ্চয় জমার পরিমাণ : ....টাকা
খ) স্থাবর সম্পত্তির বর্তমান মূল্য : ....টাকা
গ) অস্থাবর সম্পত্তির বর্তমান মূল্য : ....টাকা
ঘ) দায় দেনার (যদি থাকে) পরিমাণ : ....টাকা
৮। (ক) প্রস্তাবিত কর্মকান্ড/ব্যবসার নাম : ....
(খ) ঋণের জন্য আবেদনকৃত টাকার পরিমাণ : ....টাকা। দফা নং ....
৯। **(ক) পূর্বে গৃহীত পল্লী উদ্যোক্তা/অন্যান্য ঋণের পরিমাণ :** মোট টাকার পরিমাণ................টাকা
(খ) শেষ ঋণের
(১) হিসাব নং/কোড নং ....
(২) টাকার পরিমাণ................টাকা
(৩) শেষ কিস্তি পরিশোধের তারিখ: ....
(৪) বকেয়া ঋণ (যদি থাকে) ....
১০। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করেছেন/করেননি

১১। **আমি এতদ্বারা প্রতিজ্ঞা পূর্বক ঘোষণা করছি যে,**

১। উপরে পরিবেশিত তথ্যাবলী সম্পূর্ণরূপে সত্য।

২। বিআরডিবি কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণ প্রস্তাবিত কর্মকান্ড/কান্ড সমূহে ব্যবহার করতে বাধ্য থাকব।

৩। ঋণ গ্রহণের তারিখের ৬ মাস পর থেকে ২৪ মাস সময়ের মধ্যে ১৮টি মাসিক সমপরিমাণ কিস্তিতে আসল পরিশোধ এবং আসল পরিশোধের সাথে ফ্ল্যাট রেটে বার্ষিক ৪% হারে সেবামূল্য-বিআরডিবি (অথবা আদেশ অনুযায়ী) কে ফেরত দিতে বাধ্য থাকব।

৪। অন্য কোন ব্যাংক অথবা ঋণ প্রদানকারী সংস্থার নিকট আমার কোন দায়-দেনা নাই।

৫। কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণতহবিল-বিআরডিবি হতে গৃহীত ঋণ সেবামূল্যসহ আসল সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করব না।

তারিখ: .... আবেদনকারীর স্বাক্ষর/বৃদ্ধাঙ্গুলের ছাপ

১) মাঠ সংগঠক/মাঠ সহকারী/গ্রামসংগঠক/পরিদর্শক-এর মতামত

২) সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-এর মতামত

৩) উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-এর মতামত

(পরিশিষ্ট-৩)

দায়বদ্ধকরণ পত্র

যেহেতু বিআরডিবি, কোভিড-১৯ প্রণোদনা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল হতে আমাকে .... টাকা (কথায় .... টাকা মাত্র) ঋণ হিসাবে মঞ্জুর করেছে, সেহেতু আমি এতদ্বারা এ কর্মসূচির সহায়তা থেকে ইতোমধ্যে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়েছে কিংবা ইতোমধ্যে যে সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রীত হয়েছে কিংবা বিক্রী হবে তৎসহ আমার হেফাজতে বিদ্যমান উক্ত সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য কোভিড-১৯ প্রণোদনা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল -বিআরডিবি অফিস থেকে গৃহীত ঋণের বিপরীতে এবং কোভিড-১৯ প্রণোদনা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল -বিআরডিবি অফিসে আমার প্রথম দেনা হিসাবে এবং ঋণ হিসাবে গৃহীত টাকা নিয়মিত মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করে দেবার অঙ্গীকার হিসাবে কোভিড-১৯ প্রণোদনা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল -বিআরডিবি'র নিকট দায়বদ্ধ করলাম।

আমি আরও অঙ্গীকার করছি যে, আমি পারস্পারিক সম্মতিতে তফসিল অনুযায়ী ঋণের টাকা ধার্যকৃত সেবামূল্যসহ পরিশোধ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ রইলাম। অন্যথায় এ দায়বদ্ধকরণ পত্রের শর্ত সমূহের বলে আমার নিকট থেকে কোভিড-১৯ প্রণোদনা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল -বিআরডিবি উক্ত পাওনা টাকা প্রয়োজনে স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি থেকেও আদায় করতে পারবেন।

তারিখ ....

ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর/টিপসহি

নাম : ....

দল : ....

গ্রাম : ....

স্বাক্ষী (১):	স্বাক্ষী (২):
স্বাক্ষর/টিপসহি	স্বাক্ষর/টিপসহি
নাম :	নাম : ....
ঠিকানা :	ঠিকানা : ....

<u>জামিনদারের অঙ্গীকারনামা:</u>

আমি (নাম)..., ঋণ গ্রহণকারী জনাব/বেগম ....আমার পরিচিত। ঋণ গ্রহণকারীর ঋণ পরিশোধের ব্যর্থতায় আমি জামিনদার (গ্রান্টার) হিসেবে উক্ত ঋণ পরিশোধের দায় দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে অফিস কর্তৃপক্ষ আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

স্বাক্ষর : ....

তারিখ: ....

চুক্তিনামা

(৩০০/- টাকার নন জুডিশিয়াল স্টাম্পে)

এই চুক্তি ২০২১ সালের ----------------মাসের --------------তারিখ, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার --------------উপজেলা, ---------------জেলা (অতঃপর ইউআরডিও নামে লিখিত, তাঁর পদে যিনিই অধিষ্ঠিত থাকুন অথবা দায়িত্ব পালন করুন না কেন) **প্রথম পক্ষ** এবং জনাব-- পিতা/স্বামী------------------- পেশা--------------------স্থায়ী ঠিকানা; গ্রাম :------------------------------ ডাকঘর----------------------উপজেলা------------------জেলা--------------------(অতঃপর যিনি 'চুক্তিকারী' বলে সনাক্ত হবেন, যে চুক্তি তাঁর আইন বিষয়ক প্রতিনিধি অথবা উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রেও বলবৎ থাকবে) **দ্বিতীয় পক্ষ**, এই দুই পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত হলো।

যেহেতু দ্বিতীয় পক্ষের আবেদনক্রমে বিআরডিবি'র মাধ্যমে পল্লী উদ্যোক্তা ঋণের জন্য নির্বাচিত হয়েছে এবং চুক্তি মোতাবেক প্রথম পক্ষ যদি বিবেচনা করেন এবং যোগ্য বলে মনে করেন তবে তাকে (দ্বিতীয় পক্ষ) পল্লী উদ্যোক্তা হিসেবে তালিকাভূক্ত করে ঋণ প্রদান করতে পারবেন। দ্বিতীয় পক্ষ যথাসময়ে ঋণ পরিশোধে বাধ্য থাকবেন।

এখন, যেহেতু উভয় পক্ষ একটি চুক্তিতে সম্মত এবং চুক্তিকারীকে (দ্বিতীয় পক্ষ) বিআরডিবি'র মাধ্যমে পল্লী উদ্যোক্তা হিসেবে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে সুতরাং চুক্তিকারী (দ্বিতীয় পক্ষ) ইউআরডিওকে (প্রথম পক্ষ) নিম্নলিখিত শর্তাবলি যথাযথভাবে মেনে চলার প্রতিশ্রুতি প্রদান করছেন :

১) দ্বিতীয় পক্ষের অনুকূলে ....টাকা ঋণ মঞ্জুর করার প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পক্ষ ঋণের টাকা আসল ও সেবামূল্য বাবদ....................................টাকা মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করবেন, যাতে ঋণের সমূদয় আসল ও সেবামূল্য সর্বোচ্চ ৬ (ছয়)মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ২৪ (চব্বিশ) মাসের মধ্যে পরিশোধ করা হয়।

২) যদি কোন কিস্তি নির্দিষ্ট দেয় তারিখে অপরিশোধিত থাকে তাহলে ঋণের সমূদয় টাকা আসল ও সেবামূল্যসহ অবিলম্বে ফেরৎ চাহিবার নির্দেশনাসহ দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে সমুদয় বকেয়া ঋণের অর্থ আদায়ের জন্য দেওয়ানী/ফৌজদারী মামলা দায়েরসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দ্বিতীয় পক্ষের কোন আপত্তি থাকবে না।

৩) যদি দ্বিতীয় পক্ষ স্বেচ্ছায় ঋণের মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই ঋণ পরিশোধ করতে আগ্রহী হয় অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের আগে ঋণ পরিশোধ করতে চায় তাহলে অবশিষ্ট আসল পাওনা ঋণের উপর ১% হারে সেবামূল্য আরোপ করে সেবামূল্যসহ আসল পরিশোধের পর চুক্তির নিষ্পত্তি করা হবে। এক্ষেত্রে গ্রেস পিরিয়ডের সুবিধা থাকবে না। এক্ষেত্রে প্রথম পক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত আসল ও সেবামূল্যই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৪) ঋণের মেয়াদ হবে ঋণ বিতরণের তারিখ হতে দুই বছর (২৪ মাস)। এ সময়ের মধ্যে গ্রেস পিরিয়ড ব্যতীত মাসিক ১৮টি কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে এ ঋণ প্রদান করা হবে। সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস গ্রেস পিরিয়ড থাকবে অর্থাৎ ঋণ বিতরণের তারিখ হতে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছরের মধ্যে এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

৫) নির্ধারিত দুই বছর (২৪ মাস) সময়ের জন্য এই ঋণের সেবামূল্য ফ্ল্যাট রেট পদ্ধতিতে বার্ষিক ৪% হারে প্রযোজ্য হবে। তবে ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত দুই বছর (২৪ মাস) সময়কাল অতিক্রান্ত হলে বকেয়া সমুদয় ঋণ (যদি থাকে) খেলাপি হিসেবে গণ্য হবে এবং এই মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি ঋণের উপর প্রতি বছর ফ্লাট রেটে বার্ষিক ১১% হারে সেবামূল্য ধার্য্য হবে।

৬) দ্বিতীয় পক্ষ কোন কারণে ঋণের কিস্তি খেলাপী হলে এবং তার জমাকৃত সঞ্চয় যথেষ্ট বিবেচিত হলে দ্বিতীয় পক্ষের সঞ্চয় হতে খেলাপী ঋণ সমন্বয় করতে পারবেন।

৭) চুক্তিকারীর (দ্বিতীয় পক্ষ) ব্যাংক হিসাবে প্রতি মাসে কিস্তি পরিশোধের তারিখে ঋণের কিস্তির সমপরিমাণ অর্থ জমা না থাকলে তার বিরুদ্ধে চেক প্রত্যাখ্যানের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণের বিপরীতে প্রস্তাবিত বন্ধকী সম্পত্তি দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক অন্য কোথাও হস্তান্তর/দায় বন্ধক প্রদান করা হয়নি এবং ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত কোথাও হস্তান্তর/দায় বন্ধক করা যাবে না।

৯) ঋণের অর্থ বিজনেস প্ল্যান মোতাবেক নির্ধারিত এসএমই খাতে বিনিয়োগ করতে দ্বিতীয় পক্ষ বাধ্য থাকবেন।

১০) ঋণ গ্রহণের পর দ্বিতীয় পক্ষের অবর্তমানে (মৃত্যু জনিত কারণে) ঋণের অর্থ দ্বিতীয় পক্ষের উত্তরাধিকারী বা ওয়ারিশগণ পরিশোধের অনিচ্ছা প্রকাশ করলে দ্বিতীয় পক্ষের স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে বা বন্ধক দিয়ে ঋণের অর্থ আদায় করা যাবে।

১১) এই চুক্তিনামার কোন শর্ত পালনে ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে প্রথম পক্ষ কর্তৃক সামাজিক ও আইনানুগ সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১২) অতঃপর অত্র চুক্তিপত্র সম্পর্কে কোনো বিভ্রান্তি অথবা ভুল বুঝাবুঝির ক্ষেত্রে তা প্রথম পক্ষের গোচরীভূত করতে হবে এবং প্রথম পক্ষের সিদ্ধান্ত এই ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। চুক্তিকারী নিম্নলিখিত সাক্ষীদের সম্মুখে স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে স্বাক্ষর করতঃ চুক্তি সম্পাদন করলেনঃ

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর ও সীল
দ্বিতীয় পক্ষ	প্রথম পক্ষ

নাম :
পিতা/ স্বামীর নাম :
সমিতি/দলের নাম :
গ্রাম :
উপজেলা :
জেলা :

স্বাক্ষীগণের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর

স্বাক্ষীর নাম ও ঠিকানা	ঋণ গ্রহীতার সাথে সম্পর্ক	স্বাক্ষর
১। নাম: পিতা/স্বামীর নাম : গ্রাম: ...., ডাকঘর: .... উপজেলা: ...., জেলা ....।		
২। নাম: পিতা/স্বামীর নাম : গ্রাম: ...., ডাকঘর: .... উপজেলা: ...., জেলা ....।		
৩। নাম: পিতা/স্বামীর নাম : গ্রাম: ...., ডাকঘর: .... উপজেলা: ...., জেলা ....।		

বি: দ্র : স্বাক্ষী: (ঋণ গ্রহীতার পিতা/স্বামী/স্ত্রী, দলের সভাপতি ও সেক্রেটারীর স্বাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর নিতে হবে)

(পরিশিষ্ট-৫)

Man Security/ Guarantor

আমি..পিতা:..
গ্রাম:..., ডাকঘর: ...., উপজেলা: ....জেলা: ....। আমার পুত্র/কন্যা/ভাই/বোন/স্ত্রী/পিতা/জামাতা .... কোভিড-১৯ প্রণোদনা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল -বিআরডিবি এর ....উপজেলার আওতাধীন.................................সমিতি/দলের একজন পল্লী উদ্যোক্তা সদস্য। তিনি গত .... তারিখ হতে উক্ত কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ তহবিল আওতায় পল্লী উদ্যোক্তা/সমিতি/দলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন।

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, আমার পুত্র/কন্যা/ভাই/বোন/স্ত্রী/পিতা/জামাতা ....কোভিড-১৯ পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল-বিআরডিবি হতে ঋণ গ্রহণের পর কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ তহবিল'র নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, পলাতক/আত্মগোপন, প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন, প্রতারণা/আর্থিক ক্ষতিসাধন ও ভয় ভীতি প্রদর্শন করলে আমি স্বেচ্ছায় ঋণ গ্রহীতার নিকট প্রাপ্য খেলাপী/সাকুল্য ঋণের অর্থ নগদে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবো। উপরে উল্লেখিত যে কোন কারণে সে পলাতক/আত্মগোপন করলে অফিস কর্তৃক সরাসরি আমার এবং স্বাক্ষীগণের ঠিকানায় যোগাযোগ করলে তাকে উদ্ধারে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবো। আমি আরো অঙ্গীকার প্রদান করছি যে, উপরোক্ত চুক্তিনামার যে কোন শর্তের বরখেলাপ হলে অফিস আমার/আমাদের বিরুদ্ধে দেওয়ানী/ফৌজদারী মামলা দায়েরসহ আমার/আমাদের স্থাবর/অস্থাবর যে কোন সম্পদ বিক্রয়/আটক করে প্রাপ্য সমূদয় অর্থ আসল ও সেবামূল্যসহ আদায় করলে আমার/আমাদের কোন আপত্তি থাকবে না।

আমি স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে এবং কারো দ্বারা প্ররোচিত না হয়ে এ অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করলাম।

অঙ্গীকার প্রদানকারীর স্বাক্ষর

স্বাক্ষীর নাম ও ঠিকানা	ঋণ গ্রহীতার সাথে সম্পর্ক	স্বাক্ষর
১। নাম: পিতা/স্বামীর নাম : গ্রাম: ...., ডাকঘর: .... উপজেলা: ...., জেলা ....।		
২। নাম: পিতা/স্বামীর নাম : গ্রাম: ...., ডাকঘর: .... উপজেলা: ...., জেলা ....।		
৩। নাম: পিতা/স্বামীর নাম : গ্রাম: ...., ডাকঘর: .... উপজেলা: ...., জেলা ....।		

(পরিশিষ্ট-৬)

দলীয় অঙ্গীকারপত্র

(কার্টিজ পেপারে)-প্রযোজ্যক্ষেত্রে

অতঃপর 'মূল পক্ষ' নামে বর্ণিত বিআরডিবি নামে আপনার প্রদেয় ঋণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যৌথভাবে এবং আলাদাভাবে আপনাকে যথাসময়ে পরিশোধের নিশ্চয়তা দিচ্ছি এবং যে কোন সময়ে মূল পক্ষের নিকট আসল ও সেবামূল্য এবং অন্যান্য খরচসহ আপনার সমুদয় পাওনা টাকা চাহিবার সাত দিনের মধ্যে পরিশোধ করার অঙ্গীকার করছি।

এবং আমরা যৌথ ও আলাদাভাবে আরও অঙ্গীকার করছি যে,

১. এ অঙ্গীকার পত্র মূলে মূল খাতকের দেনা আমাদের দেনা হিসেবে পরিগণিত হবে এবং আপনি যখন ইচ্ছা মূল পক্ষের দেনার দায়ে আমাদের কে প্রাথমিকভাবে দায়ী করতে পারবেন।
২. এ অঙ্গীকারপত্র, আমাদের এবং আমাদের ব্যক্তিগত প্রতিনিধির উপর সিকিউরিটি হিসেবে বলবৎ থাকবে। মেয়াদ বৃদ্ধি কিংবা আপনার তরফ হতে যে কোন সুযোগ প্রদান সত্বেও এই অঙ্গীকারপত্র সিকিউরিটি হিসেবে বলবৎ থাকবে।
৩. নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে অবলুপ্তির ক্ষেত্রেও উপরে বর্ণিত সময়সীমা পর্যন্ত মূল পক্ষের দেয় সমস্ত দেনার দায়-দায়িত্ব আমাদের এবং আমাদের আইনানুগ প্রতিনিধির উপর এই অঙ্গীকার বলে বলবৎ থাকবে।
৪. মূল পক্ষের তরফ হতে কোন আংশিক পরিশোধের প্রেক্ষিতে কিংবা কোন ক্রেডিট ব্যালান্স থাকা অবস্থায় কখনোই এ অঙ্গীকার পত্রের গুরুত্ব কমানো কিংবা পক্ষপাতদুষ্ট করা যাবে না।
৫. এখানে প্রকাশ থাকে যে, বর্তমান ঋণ ছাড়া ভবিষ্যতে আমাকে/আমাদেরকে নতুন ঋণ প্রদান করলে এই অঙ্গীকার নামা ভবিষ্যতে সকল ঋণের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে এবং ভবিষ্যতে দেয় সকল ঋণের ব্যাপারে এই অঙ্গীকারপত্র সমভাবে কার্যকরী হবে।
৬. আমরা যদি কোন ফার্মের অন্তর্ভূক্ত হই সেক্ষেত্রে, গঠণতন্ত্রের কোন পরিবর্তন সাধন দ্বারা এ দায় দেনা প্রভাবিত হবে না।

এতদ্বারা অঙ্গীকারকৃত দেনার সূত্রে, পাওনা সমস্ত টাকা পরিশোধ করার পূর্বে হস্তগত যে কোন সিকিউরিটি সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা এমন কিছু করব না কিংবা সংগঠিত হতে দিব না যার কারণে উক্ত সিকিউরিটির মূল্যহানি ঘটতে পারে।

.... সনের .... তারিখঃ................

ক্রমিকনং	দস্তখত/বৃদ্ধাঙ্গুলের ছাপ	নাম
১.		
২.		

সমিতি/দলের নামঃ ....

সমিতি/দলের ঠিকানাঃ গ্রাম .... ইউনিয়ন .... ডাকঘর ....

উপজেলা .... জেলা ....।

ডিমান্ড প্রমিসরী নোট (ডিপি নোট)

(ঋণ বিতরণের সময় ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পূরণযোগ্য)

এতদ্বারা আমি .... কোড নং: (দল/সদস্য) .... অঙ্গীকার করছি যে, প্রস্তাবিত কর্মকান্ডে মঞ্জুরীকৃত ঋণ বিনিয়োগ না করলে/অপব্যবহার করলে ঋণের সমুদয় টাকা তাৎক্ষণিক ভাবে ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকব বা বিআরডিবি আমার নিকট হতে আদায় করে নিতে পারবে। আমি আরও অঙ্গীকার করছি যে, গৃহীত ঋণের টাকা নির্ধারিত তফশিল অনুযায়ী সেবামূল্যসহ নিয়মিতভাবে পরিশোধে বাধ্য থাকব। ব্যর্থতায় কর্তৃপক্ষ আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর

নাম..........................

ঋণ প্রাপ্তি স্বীকার

(ঋণ বিতরণের সময় ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পূরণযোগ্য)

আমি .... পিতা/স্বামী .... গ্রাম : ....উপজেলা:.............................. কোভিড-১৯ প্রণোদনা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল-বিআরডিবি হতে................ টাকা (কথায় টাকা... মাত্র) আমার ব্যাংক হিসাব নং............................, ব্যাংকের নাম ও শাখা....................................-এ প্রাপ্তি স্বীকার করছি।

আমার ব্যাংক হিসাবে ঋণ স্থানান্তরের পত্রখানা বুঝিয়া পাইয়া স্বাক্ষর করিলাম।

ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর

বিতরণকারী কর্মকর্তা/কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর

এআরডিও

ইউআরডিও

(পরিশিষ্ট-৮)

পল্লী উদ্যোক্তার ঋণ কর্মকান্ডের
বিজনেস প্ল্যান

সদস্যের ছবি আঠা দিয়ে লাগিয়ে ইউআরডিও সত্যায়িত করবেন

১) পল্লী উদ্যোক্তার নাম : ....

২) উদ্যোক্তার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর : ....

৩) পিতার নাম : ....

৪) মাতার নাম : ....

৫) স্বামী/স্ত্রীর নাম :..

৬) উদ্যোক্তার মোবাইল নম্বর: ....

৭) উদ্যোক্তার দলের নাম: ....

৮) কর্মকান্ডের নাম: ....

ক) স্থায়ী বিনিয়োগ/মূলধন :

ক্রমিক নং	খাত সমূহের নাম	নিজস্ব বিনিয়োগের পরিমাণ (টাকা)	প্রস্তাবিত ঋণ হতে বিনিয়োগের পরিমাণ (টাকা)	মোট বিনিয়োগ	মন্তব্য
১.	দোকান ঘর ভাড়া বাবদ/ ঘর তৈরী				
২.	খামার তৈরী/জায়গা ভাড়া বাবদ				
৩.	যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ				
৪.	ফার্ণিচার/ডেকোরেশন বাবদ				
৫.					
৬.					
	মোট :				

খ) চলতি বিনিয়োগ/মূলধন:

ক্রমিক নং	খাত সমূহের নাম	নিজস্ব বিনিয়োগের পরিমাণ (টাকা)	প্রস্তাবিত ঋণ হতে বিনিয়োগের পরিমাণ (টাকা)	মোট বিনিয়োগ	মন্তব্য
১.	মালামাল/কাঁচামাল ক্রয় বাবদ				
২.	গবাদি পশু হাঁস-মুরগী/মাছের খাদ্য				
৩.	পরিবহন খরচ				
৪.	বিবিধ ব্যয়				
	মোট :				

গ) মোট বিনিয়োগ (ক+খ) **টাকার পরিমাণ : ....**

ঘ) নিজস্ব বিনিয়োগের পরিমাণ **টাকার পরিমাণ : ....**

ঙ) ঋণ গ্রহণের পরিমাণ **টাকার পরিমাণ : ....**

চ) মাসিক বিক্রয় (বিজনেস পারফরমেন্স) :

১. পণ্য বিক্রয় : **টাকার পরিমাণ : ....**

২. অন্যান্য আয় (যদি থাকে) : **টাকার পরিমাণ : ....**

মোট : **টাকার পরিমাণ : ....**

ছ) মাসিক ব্যয় : **টাকার পরিমাণ : ....**

ক্রমিক নং	খাত সমূহের নাম
১।	কর্মচারীর বেতন
২।	বিদ্যুৎ খরচ
৩।	কস্ট অব ফান্ড
৪।	কাচামাল/পণ্যের ক্রয়মূল্য
৫।	অন্যান্য ব্যয়

জ) মাসিক লাভ (চ-ছ) : **টাকার পরিমাণ : ....**
(মাসিক বিক্রয় – মাসিক ব্যয়)

ঝ) ঋণের কিস্তি পরিশোধ (মাসিক) : **টাকার পরিমাণ : ....**

ঞ) কিস্তি পরিশোধের পরঅবশিষ্ট (মুনাফা)(জ-ঝ): **টাকার পরিমাণ : ....**
(মাসিক লাভ-মাসিক কিস্তি পরিশোধ)

ট) ঋণের মেয়াদকালীন মুনাফার পরিমাণ {ঞ×(২৪-ক)}: **টাকার পরিমাণ : ....**
(ক- ঋণ গ্রহণের শুরু থেকে প্রথম বিক্রয়ের সময় পর্যন্ত)

স্বাক্ষর
উদ্যোক্তা (ঋণগ্রহীতা)

** কর্মকান্ডের 4R ছবি সংযুক্ত করতে হবে।
বি:দ্র: কর্মকান্ডের ধরণ অনুসারে বিজনেস প্ল্যান পরিবর্তন হতে পারে।

পরিশিষ্ট-৯

১ কপি ছবি

পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ বরাদ্দ প্রদানের চেকলিস্ট

রেজিস্টার নং :----
এন্ট্রি নং :------
পৃষ্ঠা নং :----

১। উদ্যোক্তার নাম :

২। সমিতি/দলের নাম

৩। ঠিকানা : গ্রাম : উপজেলা : জেলা :

৪। মোবাইল নম্বর :

ক্রমিক নং	কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ পরিচালন নীতিমালা অনুসারে করণীয়/তথ্যাদি	যাচাই/বাছাইকালে প্রাপ্ত তথ্যাদি/দলিলপত্রাদি	মন্তব্য/করণীয়
১	উদ্যোক্তার ক্যাটাগরি	পল্লী উদ্যোক্তা/ পেশাজীবী পল্লী উদ্যোক্তা/ স্বাবলম্বী পল্লী উদ্যোক্তা সমবায় সমিতি-দল/ পেশাজীবী একক উদ্যোক্তা/ প্রি গ্র্যাজুয়েট/গ্রাজুয়েট	
২	আবেদনপত্র বাছাই প্রক্রিয়া	সঠিক আছে/নেই	
৩	ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা	যোগ্য/যোগ্যনয়	
৪	উপজেলা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কমিটির/জেলা/ প্রকল্প/সদর দপ্তরের সুপারিশ	সুপারিশকৃত/সুপারিশ করা হয়নি	
৫	পূর্বের ঋণ গ্রহণ/পরিশোধের অভিজ্ঞতা	আছে/নেই	
৬	জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি	সংযুক্ত আছে/নেই	
৭	সমিতি/দলের সিদ্ধান্তের কপি	সংযুক্ত আছে/নেই	
৮	**বিজনেস প্ল্যান** (ক) কর্মকান্ডের ধরণ		
	(খ) ঋণ গ্রহীতা নতুন/পুরাতন/অভিজ্ঞ	নতুন/পুরাতন/অভিজ্ঞ	
	(গ) অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা	সম্ভাব্যতা আছে/নেই	
	(ঘ) উদ্যোক্তার নিজস্ব বিনিয়োগ		
৯	উদ্যোক্তার ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি	ছবি সংযুক্ত আছে/নেই	
১০	কর্মকান্ড/বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের ছবি/ বর্ণনা	সংযুক্ত আছে/নেই	

ক্রমিক নং	কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ পরিচালন নীতিমালা অনুসারে করণীয়/তথ্যাদি	যাচাই/বাছাইকালে প্রাপ্ত তথ্যাদি/দলিলপত্রাদি	মন্তব্য/করণীয়
১১	অন্য কোন সংস্থায় ঋণ নেই মর্মে উদ্যোক্তার অঙ্গীকারনামা	অঙ্গীকারনামা সংযুক্ত আছে/নেই	
১২	ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি	ট্রেড লাইসেন্স আছে/নেই/প্রযোজ্য নয়	
১৩	৩০০ টাকার স্ট্যাম্পের উপর ঋণ গ্রহীতার চুক্তিনামা	সংযুক্ত আছে/নেই/বিতরণকালে সংযুক্ত করতে হবে	
১৪	Man Security/ গ্যারান্টার	আছে/নেই/বিতরণকালে সংযুক্ত করা হবে	
১৫	মর্টগেজ কারবারনামা	আছে/নেই/বিতরণকালে সংযুক্ত করা হবে	
১৬	অন্যান্য সিকিউরিটি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)/পোস্ট ডেটেড চেক	আছে/নেই/বিতরণকালে সংযুক্ত করা হবে	
১৭	সঞ্চয় জমার পরিমান		
১৮	ঋণের মেয়াদ	২ বছর	
১৯	করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত কি-না	ক্ষতিগ্রস্ত/ক্ষতিগ্রস্ত নয়	
২০	ঋণ আদায় পদ্ধতি	সাপ্তাহিক/মাসিক কিস্তি	

৫। সদর দপ্তর/প্রকল্প দপ্তর/জেলা/উপজেলা দপ্তরের মন্তব্য : ঋণ আবেদনপত্র ও বিজনেস প্ল্যান যাচাই করে সঠিক পাওয়া গেল/সঠিক পাওয়া যায়নি। যেসব প্রয়োজনীয় তথ্যাদি (১। ---------২। -------৩। ------)সংযুক্ত নেই সেগুলো ঋণ বিতরণের পূর্বে সংগ্রহ করে নথিতে সংরক্ষণ করা হবে।

৬। প্রস্তাবিত ঋণের পরিমাণ :

৭। যাচাইয়ান্তে বরাদ্দের জন্য সুপারিশকৃত ঋণের পরিমাণ :

এআরডিও　　　ইউআরডিও　　　ডিপিডি (জেলা দপ্তর)　　　উপপরিচালক (জেলা দপ্তর)

পরিশিষ্ট-১০

১।উপজেলা থেকে জেলায় রিপোর্ট প্রেরণের ছক:

উপজেলা: জেলা: মাসেরনাম: (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্প/ কর্মসূচি /মউ/ /পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ	ঋণ গ্রহণকারী সদস্যসংখ্যা			বিতরণকৃতঋণেরপরিমাণ			রিপোর্টিংমাসে				বছরে				ক্রমপুঞ্জিতআদায়		কিস্তিখেলাপী		মেয়াদীখেলাপী		সঞ্চয়জমারপরিমান		
								আদায়যোগ্য		আদায়		আদায়যোগ্য		আদায়				সদস্য সংখ্যা	টাকার পরিমান	সদস্য সংখ্যা	টাকার পরিমান	মাসে	বছরে	মোট
		মাসে	বছরে	মোট	মাসে	বছরে	মোট	আসল	সেবামূল্য	আসল	সেবামূল্য	আসল	সেবামূল্য	আসল	সেবামূল্য	আসল	সেবামূল্য							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
মোট																								

হিসাবরক্ষক এআরডিও ইউআরডিও

২। জেলা থেকে সদর দপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণের ছক

ক্রমিকনং	উপজেলা	ঋণগ্রহণকারীসদস্যসংখ্যা			বিতরণকৃতঋণেরপরিমাণ			রিপোর্টিংমাসে				বছরে				ক্রমপুঞ্জিতআদায়		কিস্তিখেলাপী		মেয়াদীখেলাপী		সঞ্চয়জমারপরিমান		
		মাসে	বছরে	মোট	মাসে	বছরে	মোট	আদায়যোগ্য		আদায়		আদায়যোগ্য		আদায়		আসল	সেবামূল্য	সদস্যসংখ্যা	টাকারপরিমান	সদস্যসংখ্যা	টাকারপরিমান	মাসে	বছরে	মোট
								আসল	সেবামূল্য	আসল	সেবামূল্য	আসল	সেবামূল্য	আসল	সেবামূল্য									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
মোট																								